যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ১৭৯

১/ বিবিধ

আরবী

الدعاء سلاح المؤمن، وعماد الدين، ونور السموات والأرض

موضوع

أخرجه أبو يعلى (439) وابن عدي (296 / 2) والحاكم (1 / 492) والقضاعي (4 / 2 / 1) من طريق الحسن بن حماد الضبي حدثنا محمد بن الحسن بن الزبير الهمداني حدثنا جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده عن علي رضي الله عنه مرفوعا، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح فإن محمد بن الحسن هذا هو التل وهو صدوق في الكوفيين ووافقه الذهبي وهذا منه خطأ فاحش لأمرين

الأول: أن فيه انقطاعا كما ذكره الذهبي نفسه في " الميزان " بين علي بن الحسين وجده علي بن أبي طالب

الآخر: أن محمد بن الحسن الهمداني هذا ليس هو التل الصدوق كما قال الحاكم، وإنما هو محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني الكذاب المذكور في لحديث المتقدم ويدل على هذا أمور

ـ أن الذهبي نفسه أورد الحديث في ترجمته بعد أن نقل تكذيبه عن ابن معين وغيره، وكذلك أورده ابن عدي في ترجمته، فإيراد السيوطي الحديث في " الجامع " خطأ أن الحديث ذكره الهيثمي في " المجمع " (10 / 147) وقال: رواه أبو يعلى وفيه محمد بن الحسن بن أبي يزيد وهو متروك

أن محمد بن الحسن التل لم يذكر في شيوخه جعفر بن محمد، وإنما ذكر هذا في شيوخ محمد بن الحسن الهمداني
أن التل لم ينسب إلى همدان، وإنما نسب إليها ابن أبي يزيد، فالظاهر أن لفظة (الزبير) تحرفت على بعض الرواة في " المستدرك " من (أبي يزيد) ، وبناء عليه ذهب الحاكم إلى أنه التل فأخطأ والله أعلم.
والجملة الأولى من الحديث وردت من كلام الفضيل بن عياض، رواه السلفي في " الطيوريات " (1 / 64) ، ورويت في حديث آخر لا يصح

বাংলা

১৭৯। মু’মিনের হাতিয়ার, দ্বীনের স্তম্ভ এবং আসমান ও যমীনের আলো হচ্ছে দো’আ।

হাদীসটি জাল।

এটিকে আবূ ইয়ালা (৪৩৯), ইবনু আদী (২/২৯৬), হাকিম (১/৪৯২) ও কাযাঈ (৪/২/১) হাসান ইবনু হাম্মদ আয-যাবী সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু হাসান হতে ... বর্ণনা করেছেন।

হাকিম বলেনঃ এটি সহীহ হাদীস। কারণ মুহাম্মাদ ইবনু হাসান হচ্ছেন আত-তাল। তিনি কূফীদের অন্তর্ভুক্ত একজন সত্যবাদী। যাহাবী তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। এটি যাহাবী হতে দুটি কারণে মারাত্মক ভুলঃ

১। এটির সনদে ইনকিতা অর্থাৎ বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। যা যাহাবী নিজে তার “আল-মীযান” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। সেটি হচ্ছে আলী ইবনু হুসাইন ও তার দাদা ’আলী ইবনু আবী তালিব (রাঃ)-এর মধ্যে।

২। এ মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান হামদানী। তিনি আত-তাল নন, সত্যবাদীও নন যেমনভাবে হাকিম বলেছেন। বরং তিনি হচ্ছেন মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান ইবনু আবী ইয়াযীদ আল-হামাদানী, তিনি মিথ্যুক। যার সম্পর্কে পূর্ববতী হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে। এর প্রমাণ হিসাবে নিম্নের বিষয়গুলো উল্লেখ করা যেতে পারেঃ

ক. যাহাবী নিজেই হাদীসটি তার (মুহাম্মাদের) জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন, তাকে ইবনু মাঈন প্রমুখ ব্যাক্তি কর্তৃক মিথ্যুক হিসাবে আখ্যায়িত করার পরে। অনুরূপভাবে ইবনু আদীও তার জীবনী বর্ণনা করার সময় হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। অতএব সুয়ূতী কর্তৃক হাদীসটি "জামেউস সাগীর” গ্রন্থে - করাটা ভুল।

খ. হায়সামী হাদীসটি “আল-মাজমা" গ্রন্থে (১০/১৪৭) উল্লেখ করে বলেছেনঃ এটিকে আবূ ইয়ালা বর্ণনা করেছেন। যার সনদে মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান ইবনু আবী ইয়াযীদ রয়েছেন, তিনি মাতরূক।

গ. মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আত-তাল-এর শাইখ হিসাবে জাফর ইবনু মুহাম্মাদকে উল্লেখ করা হয়নি। তাকে মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আল-হামাদানীর শাইখ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

ঘ. এ সনদে যে বলা হয়েছে মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান ইবনু যুবায়ের, যুবায়ের শব্দটি “আল-মুসতাদরাক” গ্রন্থের কোন বর্ণনাকারীর পক্ষ হতে বিকৃত করে উল্লেখ করা হয়েছে। যার কারণে হাকিম তাকে তাল হিসাবে উল্লেখ করেছেন। ফলে তিনি ভুল করেছেন।

হাদিসের মান: জাল (Fake) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=5439

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন